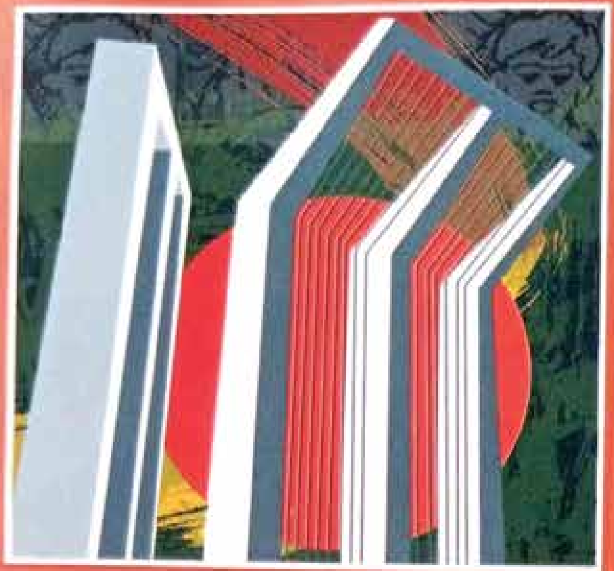

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তানের উদ্ভব হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দু'টি অংশ' পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেক মৌলিক পার্থক্য বিরাজ করছিল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাংলাভাষী সাধারণ জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান অংশের বাংলাভাষী মানুষ আকস্মিক এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ বাংলাভাষার সমমর্যাদার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে। আন্দোলন দমনে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে সমাবেশ-মিছিল ইত্যাদি বেআইনী ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল কিছু রাজনৈতিক কর্মী মিলে মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত-সহ আরও অনেকে। এ ঘটনার প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে। তৎকালীন সরকার চাপের মুখে বাংলা ভাষাকে সমমর্যাদা দিতে রাজি হন।

একুশের মূল চেতনা হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। মাথা নত না করা।

নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধারণা দিতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

BD

ভাষা আন্দোলনের কিশোর ইতিহাস

সম্পাদনা
মুতাসিম হাসান মেহরান

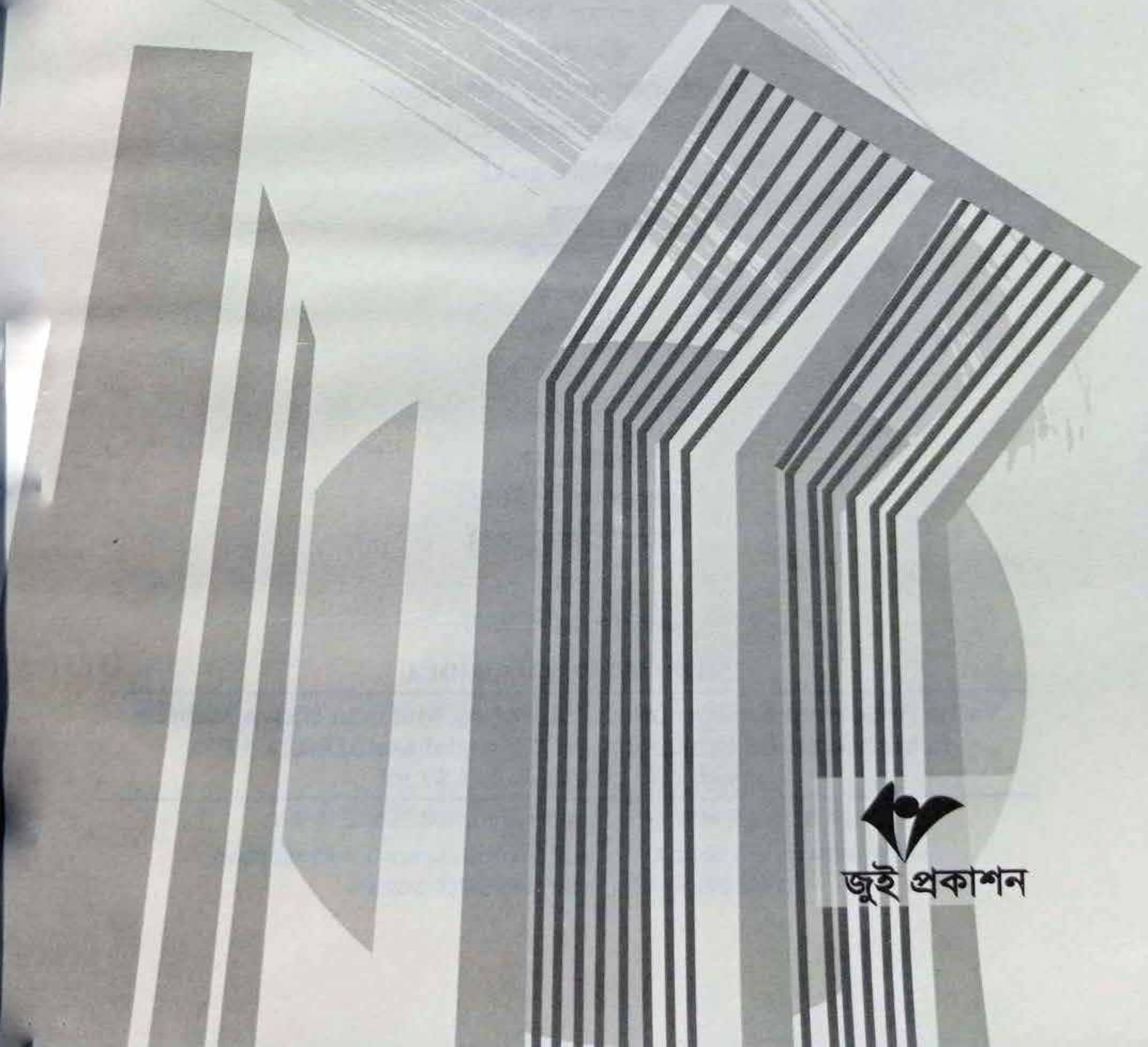

জুই প্রকাশন

প্রকাশক
জুলফিয়া ইসলাম
জুই প্রকাশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২১
স্বত্ব
সম্পাদক
প্রচ্ছদ
বিডি ৭১
ছবি
সংগৃহীত
বর্ণবিন্যাস
স্বদেশ কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা
দাম
একশত আশি টাকা
ISBN : 978-984-34-9401-6

Vasha Andoloner Keshor Itihas, Editing by Mutasim Hasan Mehran
Published by Jui Prokashon, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Tk 180. Only US $7.99

ঘরে বসে জুই প্রকাশন-এর সকল বই পেতে ভিজিট করুন
www.writerjulfia.com অথবা www.rokomari.com/Jui Prokashon
অথবা ফোনে অর্ডার করুন এই নাম্বারে ১৬২৯৭

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হয়– পশ্চিম প্যাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তান সরকার ঠিক করে উর্দু হবে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

১৯৪৮ সালে ১৯ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উর্দু নয় বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক মহল ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ জনতা প্রতিবাদ মূখর হয় উঠে। এর ফলে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে এবং মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু সে আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষার দাবিতে খণ্ড খণ্ড আকারে মিছিল শুরু করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এর সামনে আসলে একপর্যায়ে পুলিশ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং তীব্র আকার ধারণ করে। অবশেষে পাকিস্তান সরকার চাপের মুখে বাধ্য হয় বাংলা ও উর্দু ভাষাকে সমমর্যাদা দেয়।

সূ।চি।প।ত্র

১১ বাংলা ভাষা
১৩ ভাষার ইতিহাস
১৫ বাঙালির ভাষার ব্যবহার
১৭ ভাষা আন্দোলনের সূচনা
২০ পটভূমি
২৩ আন্দোলনের দিনগুলি
২৮ খাজা নাজিমুদ্দিন
২৯ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ঢাকা সফর
৩২ ভাষা সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান
৩৩ ১৯৫২: ভাষা আন্দোলনের পুনর্জাগরণ
৩৫ ১৪৪ ধারা জারি ও ভঙ্গণ
৩৭ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা
৩৮ ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা
৪৫ শহিদ মিনারের পটভূমি
৪৮ দ্বিতীয় শহিদ মিনার

৫০ চূড়ান্ত পর্যায়
৫১ যুক্তফ্রন্ট গঠন
৫৩ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি
৫৬ বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব
৫৮ বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ
৬৩ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া
৬৪ গণমাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলন
৬৭ ভাষা শহিদের পরিচিতি
৬৮ রফিকউদ্দিন আহমদ
৭১ ভাষাশহিদ আবুল বরকত
৭৫ ভাষাশহিদ আবদুস সালাম
৭৭ ভাষাশহিদ শফিউর রহমান
৭৯ ভাষাশহিদ আবদুল জব্বার
৮২ ভাষা আন্দোলনের কালপঞ্জি
৯৬ তথ্য সূত্র

বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা (বাঙলা, বাঙ্গলা, তথা বাঙ্গালা নামগুলোতেও পরিচিত) একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, যা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মাতৃভাষীর সংখ্যায় বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের চতুর্থ ও বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ভাষা। বাংলা সার্বভৌম ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তথা সরকারি ভাষা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্য ভাষা বাংলা। এছাড়া ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, মেঘালয়, মিজোরাম, উড়িষ্যা রাজ্যগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। ভারতে হিন্দির পরেই সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা বাংলা। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা ও ইউরোপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী অভিবাসী রয়েছে। সারা বিশ্বে সব মিলিয়ে ২৬ কোটির অধিক লোক দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ব্যবহার করে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ও স্তোত্র বাংলাতে রচিত।

বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস ১৩০০ বছর পুরনো। চর্যাপদ এ ভাষার আদি নিদর্শন। অষ্টম শতক থেকে বাংলায় রচিত সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে। বাংলা ভাষার লিপি হলো বাংলা লিপি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে শব্দগত ও উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য রয়েছে। বাংলার নবজাগরণে ও বাংলার সাংস্কৃতিক বিবিধতাকে এক সূত্রে গ্রন্থনে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে তথা বাংলাদেশ গঠনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলায় সংগঠিত বাংলা ভাষা আন্দোলন এই ভাষার সাথে বাঙালি অস্তিত্বের যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্র ও আন্দোলনকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকরণের দাবিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। ১৯৫২'র ভাষা শহিদদের সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

ভাষার ইতিহাস

বাংলা ভাষার ইতিহাসকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

১. প্রাচীন বাংলা (৯০০/১০০০–১৪০০ খ্রিস্টাব্দ) –চর্যাপদ, ভক্তিমূলক গান এই সময়কার লিখিত নিদর্শন। এই সময় আমি, তুমি ইত্যাদি সর্বনাম এবং -ইলা, -ইবা, ইত্যাদি ক্রিয়াবিভক্তির আবির্ভাব ঘটে।

২. মধ্য বাংলা (১৪০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)– এ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ লিখিত নিদর্শন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি। শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির বিলোপ, যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন, ফার্সি ভাষার প্রভাব এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ভাষাবিদ এই যুগকে আদি ও অন্ত্য এই দুই ভাগে ভাগ করেন।

৩. আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে-বর্তমান)– এই সময় ক্রিয়া ও সর্বনামের সংক্ষেপণ ঘটে, যেমন তাহার → তার; করিয়াছিল → করেছিল।

প্রাচীন যুগ

খ্রিস্টীয় দশম দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে মাগধী প্রাকৃত ও পালির মতো পূর্ব মধ্য ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহ থেকে বাংলা ও অন্যান্য পূর্ব ইন্দো-আর্য ভাষাগুলোর উদ্ভব ঘটে। এই অঞ্চলে কথ্য ভাষা প্রথম সহস্রাব্দে মাগধী প্রাকৃত বা অর্ধমাগধী ভাষায় বিবর্তিত হয়। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শুরুতে উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার মতোই মাগধী প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ ভাষাগুলোর উদ্ভব ঘটে। পূর্বী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ নামক পূর্ব উপমহাদেশের স্থানীয় অপভ্রংশ ভাষাগুলো ধীরে ধীরে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় বিবর্তিত হয়, যা মূলত ওড়িয়া ভাষা, বাংলা-অসমীয়া ও বিহারী ভাষাসমূহের জন্ম দেয়। কোনো কোনো ভাষাবিদ ৫০০ খ্রিস্টাব্দে এই তিন ভাষার জন্ম বলে মনে করলেও এই ভাষাটি তখন পর্যন্ত কোনো সুস্থির রূপ ধারণ করেনি; সে সময় এর বিভিন্ন

লিখিত ও ঔপভাষিক রূপ পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। যেমন, ধারণা করা হয়, আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে অবহট্‌ঠের উদ্ভব ঘটে, যা প্রাক-বাংলা ভাষাগুলোর সঙ্গে কিছু সময় ধরে সহাবস্থান করছিল।

চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে ও বাংলার নবজাগরণের সময় বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত ভাষা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। সংস্কৃত থেকে যে সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় যোগ করা হয়, তাদের উচ্চারণ অন্যান্য বাংলা রীতি মেনে পরিবর্তিত হলেও সংস্কৃত বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়।

মধ্যযুগ

বাংলা ভাষার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। ফার্সির পাশাপাশি বাংলাও বাংলার সালতানাতের দাফতরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল এবং ব্যাপক হারে ব্যবহার হতো। এছাড়াও প্রত্ন বাংলা ছিল পাল এবং সেন সাম্রাজ্যের প্রধান ভাষা।

আধুনিক

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নদিয়া অঞ্চলে প্রচলিত পশ্চিম-মধ্য বাংলা কথ্য ভাষার ওপর ভিত্তি করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্য বাংলা ভাষা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক বাংলা শব্দভান্ডারে মাগধী প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি ভাষা এবং অস্ট্রো-এশীয় ভাষাসমূহ সহ অন্যান্য ভাষা পরিবারের শব্দ স্থান পেয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে, বাংলা ব্যাকরণ রচনার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৭৩৪ থেকে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাওয়াল জমিদারীতে কর্মরত অবস্থায় পর্তুগিজ খ্রিস্টান পুরোহিত ও ধর্মপ্রচারক ম্যানুয়েল দ্য আসুম্পসাও সর্বপ্রথম ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গালা, এ পোর্তুগুয়েজ ডিভিডিডো এম দুয়াস পার্তেস (পর্তুগিজ: Vocabolario emidioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes) নামক বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড নামক এক ইংরেজ ব্যাকরণবিদ আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ (ইংরেজি: A Grammar of the Bengal Language) নামক গ্রন্থে একটি আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, যেখানে ছাপাখানার বাংলা হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়। বাঙালি সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্র্যামার অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (ইংরেজি: Grammar of the Bengali Language) নামক একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।

বাঙালির ভাষার ব্যবহার

১৯৫১-৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জনগণের প্রবল ভাষা সচেতনতার ফলস্বরূপ বাংলা ভাষা আন্দোলন নামক একটি ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের নিকট বাংলা ভাষার সরকারি স্বীকৃতি দাবি করা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টস্ট্রব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহু ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী নিহত হন। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস পালিত হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্ট্রাব্দের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা প্রদান করে।

সাধু ভাষা

সাধু ভাষা বাংলার এক ধরনের লেখ্য রূপ, যেখানে সংস্কৃত ও পালি ভাষাসমূহ থেকে উদ্ভূত তৎসম শব্দভাণ্ডার দ্বারা প্রভাবিত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ক্রিয়াবিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধরনের ভাষা বাংলা সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে সাহিত্যে এই ভাষারূপের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

মান্য চলিত ভাষা

চলিতভাষা, যা ভাষাবিদদের নিকট মান্য চলিত বাংলা নামে পরিচিত, বাংলার এক ধরনের লেখ্য রূপ, যেখানে মানুষের কথ্য বাগধারা স্থান পায়। এই লিখনশৈলীতে অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের ক্রিয়াবিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের শৈলী অনুসরণ করা হয়ে থাকে। উনবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরে দুলাল প্রভৃতি রচনাগুলোতে এই ধরনের শৈলী সাহিত্যে জায়গা করে নেয়। এই শৈলী নদিয়া জেলার শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য উপভাষা থেকে গঠিত হয়েছে, ফলে একে অনেক সময় শান্তিপুরি বাংলা বা নদিয়া উপভাষা বলা